বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,০০০ মেগাওয়াট অর্জন উপলক্ষে আয়োজিত আলোক উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

দক্ষিণ প্লাজা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা, বুধবার, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ০৭ ডিসেম্বর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,০০০ মেগাওয়াট অর্জন উপলক্ষে আয়োজিত 'আলোক উৎসব'-এ উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের এই উৎসবের আলোক ধারা দেশের প্রতিটি প্রান্তিক জনপদের তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে- সেটিই হবে এই দিনের অঙ্গীকার।

বক্তব্যের শুরুতেই বিজয়ের এই মাসে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও দু'লাখ সম্ভ্রম হারা মা-বোনকে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকাশক্তি। উৎপাদিত ১৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের অর্থনৈতিক উপযোগ গাণিতিক হিসাবে বিষয়। কিন্তু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই বিদ্যুতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অবদান বিবেচনা থেকে বলা যায়, সত্যিই বিদ্যুতের আলো দূর্গম এলাকার জীবনযাত্রাও আলোকিত করে দিয়েছে।

গ্রাম-বাংলার ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টার থেকে কৃষক মৌসুমভিত্তিক তাদের কৃষি বিষয়ক তথ্য পাচ্ছে। যুবকরা অনলাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কিংবা চাকরির খোঁজ-খবর নিতে পারছে। উৎপাদিত এই ১৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশকে আলোর পথে নিয়ে যাচ্ছে। সম্ভব হয়ে উঠেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ বাস্তবায়ন।

স্বপ্ন বাস্তবায়নের এই মাধ্যমের অর্থমূল্য নিরূপণ করা কঠিন। ভবিষ্যতে এই আলোক ধারা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হবে। ২০২১ সালের মধ্যে সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে।

দেশের গ্রামীণ এলাকায় ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারকরণ, ইন্টারনেট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, নারী অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

২০০৯ সালে আমরা যখন ক্ষমতা গ্রহণ করি তখন দেশে বিদ্যুতের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩ হাজার ২০০ শ' মেগাওয়াট, মানুষ দিনে ১০-১২ ঘণ্টা লোড শেডিংয়ের যন্ত্রণা ভোগ করত, বিদ্যুতের অভাবে তখন শিল্প উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছিল।

আমরা সরকার গঠনের পর বিদ্যুৎ প্রকল্পে অর্থের যোগানসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করি। ফলে মাত্র ৫ বছরে আমরা বিদ্যুতের উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি করে ২০১৩ সালে ১০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। দ্বিতীয় মেয়াদে মাত্র তিন বছরে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি।

গত আট বছরে ৮০টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা মাত্র ২৭টি হতে ১০৭টিতে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে দেশের মানুষ বিদ্যুতের লোড শেডিংয়ের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদের মধ্যেই ২০ হাজার মেগাওয়াটের আলোক উৎসব উদ্‌যাপন করতে পারব-ইনশাআল্লাহ।

সুধিমন্ডলী,

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০১৬ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ হাজার মেগাওয়াটে এবং রূপকল্প-২০২১ এর ঘোষণা অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।

বর্তমানে ১০ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন এবং ১২ হাজার ৩০০ শ' মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সকল নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে অতিরিক্ত আরও ১৮ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে।

২০০৯ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ ও ভবিষ্যত চাহিদা মোকাবেলায় বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০১০ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা 'পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প্ল্যান (পিএসএমপি)-২০১০' অনুমোদন দেওয়া হয়।

দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা সরকার বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই পরিকল্পনায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বর্তমানে ৯ হাজার ৮৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮টি কয়লাভিত্তিক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কিছু কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। কারণ গ্যাসের পরে বর্তমানে কয়লা হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ, সস্তা এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি।

সুধিবৃন্দ,

টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমাদের সরকার নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে রাশিয়ার সহায়তায় রূপপুর নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

আগামী ২০২৪ সাল নাগাদ নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ২ হাজার ২০০ শ' মেগাওয়াট উৎপাদন করা সম্ভব হবে। বিগত সাত বছরে প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের প্রায় ৪৫ লাখ পরিবারের জন্য সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ২০২১ সালের মধ্যে ৩ হাজার ১০০ শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ভারত থেকে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৬ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। নেপাল, ভূটান, মায়ানমার ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে আলোচনা অব্যাহত আছে।

সরকার গ্যাস সংকটের কারণে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে Liquefied Natural Gas (LNG) সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছে। এজন্য এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনসহ এলএনজি আমদানির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি পুঁজিঘন খাত হওয়ায় সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির নানামূখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে (Joint Venture) নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি জি-টু-জি ভিত্তিক ইনোভেটিভ ফাইনান্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

উৎপাদিত বিদ্যুতের সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন সঞ্চালন ও বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ৯ হাজার ৮৯৩ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটার।

বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আরও সম্প্রসারণ ও বিদ্যমান সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুতায়িত জনসংখ্যা ৪৭% (২০০৯ সালে) হতে বর্তমানে ৭৮% (২০১৬ সালে) এ উন্নীত করেছি।

২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুত গ্রাহকদের সেবার মান বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। গ্রাহকদের জন্য মোবাইল ফোন ও অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অন-লাইনের মাধ্যমে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন ও নিয়োগ ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা, ষ্টোর ব্যবস্থাপনা, অটোমেটেড রিমোট মিটার, প্রি-পেইড মিটারিং ও স্মার্ট মিটারিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১১ লাখ মিটার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন এবং

আগামী তিন বছরের মধ্যে ২ কোটি প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য Bangladesh Power Management Institute (BPMI) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ খাতে তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে Bangladesh Energy Research Council নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণের অংশ বিশেষ উদ্বৃত করছি- বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''উনিশ'শ একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপন সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশী সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎপথে থাকি তবে, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের অনিবার্য।''

বাঙালি জাতি অদম্য, বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না'। এ দেশ এগিয়ে যাবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যেই পৃথিবীতে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন সফল হবে, ইনশাআল্লাহ ।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...